জাপানে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পীকার ও চার সাংসদ

ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে দূতাবাসগুলিতেও ডিজিটাল মেডিয়া সেন্টার স্থাপনের দাবী

রাশেদুল ইসলাম, টোকিও

গত ১৩ ডিসেম্বর, জাতীয় সংসদের স্পীকার ও চার জাতীয় সংসদ সদস্যের জাপান সফর উপলক্ষে আয়োজিত বিজয় দিবসের সমাবেশে, দূতাবাসগুলিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অত্যাধুনিক মেডিয়া সেন্টার ও প্রতিটি দূতাবাসের প্রবেশ তোরণে জাতির পিতার স্ট্যাচু নির্মাণের দাবী জানানো হয়। ১১ ডিসেম্বর থেকে জাপান সফর শুরু করেন জাতীয় সংসদের স্পীকার মোঃ আব্দুল হামিদ এ্যাডভোকেট এবং চার সাংসদ, মোঃ আতিউর রহমান আতিক, এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, মোঃ জিল্লুল হাকিম ও মোঃ আব্দুল হাই। ১২ ডিসেম্বর তারাঁ হিরোশিমা সফর করে, আণবিক বোমায় নিহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ১৩ ডিসেম্বর টোকিওর উপকণ্ঠে অবস্থিত মরিশিয়া হলে আয়োজন করা হয় বিজয় দিবসের আলোচনা সভা। স্পীকারের নিরপেক্ষতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অনুষ্ঠানের আয়োজক আওয়ামী যুবলীগ জাপান, তাঁদের ব্যানার সরিয়ে নিয়ে সভাটিকে প্রবাসীদের সার্বজনীন জনসভায় রূপান্তরিত করে দৃষ্টান্তমূলক উদারতার পরিচয় দেন। সভার প্রধান অতিথি, জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার সমীপে পেশ করা স্মারক লিপিতে দাবি দাওয়ার অন্যতম ছিল, বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের সাথে প্রবাসীদেরও সংযুক্ত করা। বর্তমানে তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রযুক্তি ওয়াইম্যাক্স, জাপানের মতই বাংলাদেশেও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। প্রতিটি দূতাবাসে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক তথ্য সংরক্ষন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রাসারণ ও দ্বিপাক্ষিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক ডিজিটাল সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশক হয়ে পড়েছে। সেই সুবাদে, দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর নামে অত্যাধুনিক ডিজিটাল মেডিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রকল্পগুলির সাথে তা সরাসরি সংযুক্ত করার দাবী জানানো হয়। জাপানে একটি স্বদেশী ব্যাংকের শাখা অথবা মানি এক্সচেঞ্জ সেন্টার স্থাপন,

প্রবাস থেকে বিনিয়োগের জন্য অধিক সুবিধা প্রদান, ভোটার আইডি ও মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট দ্রুত সরবরাহ করার দাবী জানানো হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ফাঁসির রায় অবিলম্বে কার্যকর, জেল হত্যা মামলার রায় পুনর্বিবেচনা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করার জোরালো আবেদন জানানো হয়। জাতির পিতাকে যেন ইতিহাসের পাতা থেকে আর কোনদিন কেউ মুছে ফেলার স্পর্ধা না দেখায় তা নিশ্চিত করতে, যে সব দেশে নিজস্ব জমিতে বাংলাদেশ দূতাবাস নির্মিত হচ্ছে, তার প্রতিটির প্রবেশ তোরণে বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু নির্মাণ করার জন্য দাবী জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংসদ সদস্যদের প্রতি, আগামী জানুয়ারীর সংসদ অধিবেশনে প্রবাসীদের এই দাবীগুলি উত্থাপন করে সেই অনুযায়ী আইন প্রনয়নের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে স্পীকার বলেন, দেশে গত এক বছরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের অর্জন অনেক। এই সরকার প্রবাসীদের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলে যায় নি এবং তা বাস্তবায়নে, জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন অব্যাহত রেখেছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনী অঙ্গীকার এখনো আশানুরূপ ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। কারণ হিসেবে তিনি সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বিগত জোট সরকার আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি প্রাপ্ত আমলাদের আন্তরিকতার অভাব বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “সুদূর জাপান থেকেও আমি বিরোধী দলকে সংসদে ফিরে আসার জন্য পুনর্বার আহবান জানাই। জানুয়ারীর সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলের যে কোন অভিযোগ, যে কোন বক্তব্য শোনার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও ফ্লোর দেওয়ার অঙ্গীকার করছি”। তিনি বলেন, একটি জাতির ভাগ্য উন্নয়নে তিনটি বিষয় অপরিহার্য। তার অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা, কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। অন্য দুটি বিষয় হচ্ছে সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত বিদ্যুত সরবরাহ। এবং এই তিনটি ক্ষেত্রেই জাপান বাংলাদেশকে অব্যহত সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে চলেছে বলে জাপানের জনগণ ও সরকারকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশ গড়ায় প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি অকুন্ঠ চিত্তে স্বীকার করেন এবং সে জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আওয়ামী যুবলীগ, জাপানের সভাপতি মোঃ মাজহারুল ইসলাম মাসুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সহ প্রবাসী কম্যুনিটিএর সকল রাজনৈতীক সামাজিক, সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর টোকিওর অভিজাত হোটেল ওকুরা তে, স্পীকার ও তার সফর সঙ্গীদের সম্মানে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করে, প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সংগঠন, বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম। সফরের সাথে সঙ্গতি রেখে, টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ১৭ ডিসেম্বর এই সফর দল দেশে ফেরেন।